প্রথম আলো

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...৪... কলাম ...২...

সচেতন নাগরিক সমাজের আলোচনা

শিক্ষাব্যবস্থা কখনো ধর্মনিরপেক্ষ হয় না

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি সংবিধানবিরোধী। সংবিধানের মূলনীতিতে আল্লাহর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের কথা রেখে এই নীতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব না। কারণ, এই নীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলা আছে। তবে এই নীতিতে বেশ কিছু ভালো বিষয়ের কথা বলা আছে। তাড়াহুড়ো না করে যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে এটি বাস্তবায়ন করার দিকে গেলে সরকারের জন্য ভালো হবে।

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি নিয়ে বাংলাদেশ সচেতন নাগরিক সমাজ আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। 'প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি ও জাতীয় মূল্যবোধ' শীর্ষক এ সভা গতকাল শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য এমাজউদ্দীন আহমদ বলেন, শিক্ষা কমিটিতে যাঁরা আছেন, তাঁদের অনেককেই তিনি চেনেন। শিক্ষা কমিটিতে থাকার যোগ্যতা এঁদের নেই। তিনি বলেন, প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে গণমুখী, সর্বজনীন ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। এগুলো ভালো। কিন্তু একটি মারাত্মক শব্দ যোগ করা হয়েছে, সেটা হলো 'সেক্যুলার' (ধর্মনিরপেক্ষ)। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা পৃথিবীর কোনো জায়গায় হয়েছে? শিক্ষাব্যবস্থা কখনো ধর্মনিরপেক্ষ হয় না। তা ছাড়া সংবিধানের আলোকে এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করা যাবে না। কারণ, সংবিধানের মূলনীতিতে আল্লাহর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের কথা বলা আছে।

এমাজউদ্দীন আহমদ বলেন, শিক্ষানীতিতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা আছে। এতে আপত্তি নেই, কিন্তু চট করে এটা করা যাবে না। পর্যাপ্ত শিক্ষক, অবকাঠামো গড়ে তুলে কয়েক বছর ধরে ধাপে ধাপে এটা করতে হবে। পক্ষপাতহীনভাবে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ইউসুফ আলী বলেন, সরকার আগামী জানুয়ারি মাস থেকেই নতুন শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে চায়, কিন্তু এত তাড়াহুড়ো কেন? শিক্ষক নিয়োগসহ অবকাঠামো তৈরির বিষয় আছে। এ জন্য যে পরিমাণ টাকা দরকার, সরকারের কি তা আছে? স্বাধীনতার পর সরকার তাড়াহুড়ো করে শিল্প-জাতীয়করণ করে তা ধ্বংস করে দিয়েছিল। এবার তারা শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করে ফেলতে চায় কি না, সে বিষয়ে ভেবে দেখতে হবে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ ইসলামিক ইউনিভার্সিটির উপাচার্য কোরবান আলী বলেন, সরকার শিক্ষানীতির খসড়া করে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এ সম্পর্কে মতামত চেয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ এই সময়ের মধ্যে অত্যন্ত সুলিখিত এই খসড়া বুঝতে পারবে না। তিনি শিক্ষানীতি সম্পর্কে মতামত জানানোর সময় তিন মাস বাড়ানোর দাবি করেন।

জামায়াতে ইসলামীর জ্যেষ্ঠ সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামান শিক্ষা কমিটির সদস্যদের বামপন্থী, নাস্তিক প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে বলেন, 'এঁদের কাছ থেকে বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের শিক্ষাব্যবস্থা আসবে—এটা আমরা মেনে নিতে পারি না।'

সভায় আরও বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংকিং বিভাগের অধ্যাপক মুজাহিদুল ইসলাম।